দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 20 APR 2009

কুড়িগ্রামে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম

মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী বিপাকে

কুড়িগ্রাম জেলা সংবাদদাতা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং নতুন করে অর্থ বরাদ্দ না করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলার ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে প্রায় ৫০০ জন শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী গত ৩ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। কুড়িগ্রাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। শিশুদের কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, অংকসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের জন্য কুড়িগ্রামসহ সারাদেশে কার্যক্রম শুরু করা হয়। সাধারণত সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এই দু'ঘণ্টা পাঠদান দেয়া হয়ে থাকে। প্রাইমারী স্কুলে যাওয়ার পূর্বে প্রস্তুতিমূলক হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এই দু'ঘণ্টা শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি শিক্ষককে প্রতি মাসে ১২০০ টাকা ভাতা দেয়া হয়। শিক্ষকদের যোগ্যতা কমপক্ষে দাখিল অথবা এসএসসি পাস হতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে কামিল থেকে শুরু করে মাস্টার্স ডিগ্রী পাস ধারী শিক্ষকও রয়েছেন। প্রকল্পটি শুরুর বছর থেকে সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। শুরুর বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকলেও দিনে দিনে তা বাড়তে থাকে। বর্তমানে বেড়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজারে। প্রকল্পটি বিএনপি সরকারের আমলে শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। প্রকল্পটি অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও শিশুদের জন্য কল্যাণকর হওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকার প্রকল্পের মেয়াদ ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৫ বছর বৃদ্ধি করে। এরই মধ্যে কুড়িগ্রামে শিশুদের উন্নত শিক্ষাদানের জন্য ২৬টি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় চারদলীয় জোট সরকার প্রকল্পের মেয়াদ ২০০৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন বরাদ্দ না থাকায় শিক্ষার্থীদের বই ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের শিক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে পাঠদানের বিষয় হচ্ছে বাংলা, ইংরেজী, অংক, আরবী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ধর্মীয় সচেতনতা শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি। এদিকে মসজিদভিত্তিক এই শিক্ষা সামাজিকভাবে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। এর মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। এতে করে গ্রামাঞ্চলে স্কুলগামী শিশুর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার সংখ্যা কমেছে। অন্যদিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কোন ঘর বা জমি বা আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না। মাত্র একজন শিক্ষক প্রয়োজন হয়। সেইসঙ্গে মাথাপিছু শিক্ষার্থীদের পেছনে ব্যয় হয় মাত্র ৩৮৩ টাকা। এ ব্যাপারে এ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন শিক্ষক জানান, ৪-৫ বছর বয়সী একজন শিশু শিক্ষার্থী জীবনের শুরুতেই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও উন্নত নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। সেইসঙ্গে কুড়িগ্রামে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ৫০০ শিক্ষকের। এদের বেশিরভাগই মসজিদের ইমাম ও শিক্ষিত বেকার নারী-পুরুষ। তারা জানান, এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকরা জঙ্গি দমনে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ, সন্ত্রাস প্রতিরোধসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। এদিকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না করায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর জীবন যেমন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তেমনি ৫০০ শিক্ষক বেতন না পেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। শিক্ষকরা জানিয়েছে, তাদের বেশিরভাগের সরকারি চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে।